বাংলা শব্দগঠন (উপসর্গ)

❖ **উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।– আলোচনা করো। (০৩, ০৭, ০৮)**

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অব্যয়সূচক শব্দাংশের নাম উপসর্গ (Prefix)।

'উপসর্গ' অর্থ উপসৃষ্টি।

উপসর্গ মূল শব্দের পূর্বে যুক্ত হয় এবং নতুন অর্থবোধক শব্দ গঠনে সাহায্য করে। যেমন–

১. অপ (নিকৃষ্ট) + কর্ম = অপকর্ম। অর্থাৎ নিন্দনীয় কর্ম। এখানে অর্থের সংকোচন ঘটেছে।
তদ্রূপ : অপব্যয়, অপযশ ইত্যাদি।

২. পরি (সম্পূর্ণ) + পূর্ণ = পরিপূর্ণ। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ। এখানে অর্থের প্রসারণ ঘটেছে।
তদ্রূপ : পরিপক্ব, পরিশেষ ইত্যাদি।

৩. প্র (প্রকৃষ্ট) + সিদ্ধ = প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে খ্যাত। এখানে অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে।
তদ্রূপ : প্রভাত, প্রতাপ ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য যে, উপরের তিনটি উপসর্গের (অপ, পরি, প্র) পৃথকভাবে অর্থ নেই। এদের পৃথক ব্যবহারও নেই। কিন্তু এগুলো যথাক্রমে কর্ম, পূর্ণ ও সিদ্ধ শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন অর্থবাচক শব্দ গঠন করেছে।
অতএব বলা যায়– উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।
এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা ভাষায় দুটি উপসর্গের পৃথক ব্যবহার দেখা যায়। যেমন–

অতি চালাকের গলায় দড়ি।
প্রতি কেজি চাল চল্লিশ টাকা।
তবে এগুলো ব্যতিক্রম মাত্র।